প্রথম আলো

তারিখ ..22. JUN..2012. ...
পৃষ্ঠা ...৫..... কলাম.....৫-৮.....

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাও

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা।

গতকাল রোববার দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অন্তত ৮০-৯০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মসূচি পালন করেন।

আন্দোলনরত একাধিক শিক্ষার্থী *প্রথম আলো*কে জানান, গত জানুয়ারি মাসে তাঁদের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের সমাপনী পরীক্ষা হয়। সেমিস্টার পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী ২১ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করার কথা থাকলেও গত ২৭ মে ফল প্রকাশ করা হয়, শিক্ষার্থীরা ১১ জুন নম্বরপত্র পান। এরপর স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেন। যার কারণে এখনো দেড় শ শিক্ষার্থীর অন্তত ১০০ জনেরই ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী, গত ১৮ জুন থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী, গত ১৮ জুন থেকে তাঁদের স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। গতকাল পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষার্থী তাঁদের পরীক্ষার রোল নম্বর পাননি। আর ভর্তিসংক্রান্ত কাজে বিভাগ, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ব্যাংকে দৌড়াদৌড়িতে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে পারেননি। তাই শিক্ষার্থীদের দাবি, ঈদের পর তাঁদের পরীক্ষা নিতে হবে।

ঘেরাওয়ের একপর্যায়ে বেলা পৌনে চারটার দিকে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধিদলের একাধিক সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, উপাচার্য তাঁদের বলেছেন, পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে হবে। কেননা, এখন পরীক্ষা পেছানো হলে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সেটি নেওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বা না নেওয়ার দায়িত্ব তিনি শিক্ষার্থীদের ওপর ছেড়ে দেন।